দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...

জরুরী অবস্থার সুযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও নিয়োগ কেলেঙ্কারি

মোশতাক আহমেদ ॥ জরুরী অবস্থার সুযোগে কলেজ নিয়ন্ত্রণকারী দেশের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও নিয়োগ কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক প্রশাসন অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে বিভিন্ন পদে নিয়োগ, অস্থায়ী পদে স্থায়ীকরণ এবং পদোন্নতি দিচ্ছে বেছে বেছে ছাত্রদল ও শিবির ঘরানার লোকদের। এমনকি বিভিন্ন পদে পদোন্নতি দিতে ছুটির দিনেও সাক্ষাতকার নেয়া হচ্ছে। আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়োগ বন্ধ থাকলেও এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা না করে উল্টো দলীয় লোকদের বসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন অবিলম্বে সকল নিয়োগবন্ধ করাসহ বিএনপি-জামায়াত আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য পরিবর্তন করার দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ কেলেঙ্কারি নতুন কোন ঘটনা নয়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদের আমলে নিয়োগ কেলেঙ্কারি সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। পরে নানা কেলেঙ্কারির কারণে তাঁকে বিদায়ের পর বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদকে উপাচার্য করা হয়। নিয়োগ লাভের পর অনেকে ভেবেছিলেন তিনি হয়ত এ জাতীয় কাজে জড়িত হবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আমলেও নিয়োগ কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসছিল। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। তা ছাড়া আদালতে মামলার কারণেও সহজে কোন কিছু করা যাচ্ছিল না।

অতঃপর জরুরী অবস্থায় যেহেতু রিট, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্ট গ্রহণ করছে না, এই সুযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদল ও শিবির ঘরানার লোকদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ ও উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তড়িঘড়ি করে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অতি গোপনে সিলেকশন কমিটির সভা ডেকে বিভিন্ন পদে দলীয় লোকদের সিলেকশন করা হচ্ছে। শুধু দলীয়করণ নয়, স্বজনপ্রীতি ও নিয়োগ নিয়ে রমরমা বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ কেলেঙ্কারি সঙ্গে উপাচার্যের পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং একজন প্রো-উপাচার্যের নামও চলে আসছে।

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জরুরী অবস্থার সুযোগে

(১২-এর পাতার পর)

সূত্রগুলো বলেছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার ছুটির দিনেও সহকারী রেজিস্ট্রার থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতির জন্য সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য এই সাক্ষাতকার হলেও মূলত পরিকল্পনা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত লোকদেরই নিয়োগ দেয়া হবে। তবে সাক্ষাতকারে বিদায়ী জোট সরকারের আমলে নির্যাতিত ও বঞ্চিত যেসব কর্মকর্তা আদালতের আশ্রয় নিয়েছিল তাঁদের বাদ রাখা হয়েছে। জরুরী অবস্থার কারণে তাঁরা এখন কোর্টেও যেতে পারবেন না। সূত্রগুলো বলছে, সিলেকশনের পর পর সিন্ডিকেটসভা ডেকে এসব নিয়োগ [illegible] করা হবে।

এর আগে ১৬ জানুয়ারি তড়িঘড়ি করে কম্পিউটার শাখার পরিচালক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/উপ-রেজিস্ট্রার, প্রোগ্রামার, সহাকারী প্রোগ্রামার এবং সেকশন অফিসার নিয়োগ দেয়ার জন্য সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং প্রাথমিকভাবে সিলেকশন কাজও সমাপ্তি করা হয়েছে।

কম্পিউটার পরিচালক হিসেবে যাঁকে নিয়োগ দেয়ার জন্য সিলেকশন করা হয়েছে সেই মমিনুল ইসলামের নামে রয়েছে নানা অভিযোগ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, তা তাঁর নেই। তা ছাড়া তিনি অস্থায়ীভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছিলেন। সেখানে থেকেই তিনি ধানমণ্ডিতে ক্রিসেন্ট সেন্টার নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, এই বিভাগেই তাঁর ভাই [illegible]য়েল আহমেদ কর্মরত আছেন। আরও কয়েকজন রয়েছেন যাঁরা কোন না কোনভাবে তাঁর আত্মীয়। তাই অনেকে এই বিভাগকে এখন পারিবারিক আস্থানা হিসেবে অবহিত করেছেন। অথচ পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় কাজকর্ম সাধারণত একই পরিবারভুক্ত ও আত্মীয়দের সম্পৃক্ত করা হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিবছর ৫২ প্রকারের পরীক্ষায় সারাবছর প্রায় দশ লাখ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে থাকে। এই পরীক্ষায় ফলাফল প্রসেসিংয়ের সকল কাজকর্ম করে থাকে এই কম্পিউটার শাখা। আর এখানেই অনিয়ম করে অযোগ্যদের বসানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি সিন্ডিকেটসভা ডেকে অনিয়মের মাধ্যমে এডহকভিত্তিতে নিয়োগকৃত ৫ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ হালাল করার ঘটনাও ঘটায়।

এদিকে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি-জামায়াত আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবনসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা এখনও দলীয়ভাবে কলকাঠি নাড়ছে, তাঁদের অপসারণ করার দাবি জানান।